রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, নভেম্বর ১১, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

নীতি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

নং **৩৬.০০.০০০০.০৬০.২২.০২৭.১৮.৯০**—বিগত ১৯ জুন ২০২৩/০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৩' অনুমোদিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সলিম উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মূল্য: টাকা ৩০.০০

অধ্যায়-১
ভূমিকা

কৃষি বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ। দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৩.৬%। মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬২শতাংশ কর্মসংস্থানের যোগান আসে কৃষিখাত থেকে। কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কৃষিখাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কৃষি এ দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠির প্রধান পেশা এবং জীবন-জীবিকা ও কর্মসংস্থানের প্রধান অবলম্বন। বাংলাদেশের উৎপাদন খাতে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অবদান প্রায় ৮.০ শতাংশ এবং দেশের অন্যান্য শিল্পের তুলনায় এ খাত উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম। দেশে প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি ও খাদ্য পণ্যের ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি খাত। বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কৌশলগত প্রধান সুবিধা হল কাঁচামালের বিশাল প্রাপ্যতা। প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পখাত তৈরী করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্রায়ন ঘটবে, কৃষি পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ বৃদ্ধি পাবে; অপরদিকে, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখা সম্ভব হবে। অধিকন্তু, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একটি উপযুক্ত নীতি ও কৌশলগত দিক নির্দেশনা ও পরিকল্পনার অভাবে এ খাতের প্রধান বাধাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি সুসমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন অতীব জরুরী। সম্প্রতি বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (BAPA) পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে এ খাতের প্রধান প্রধান অন্তরায়সমূহ হলো: উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব, প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবলের অভাব, মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা সুবিধার অভাব, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি অনুসরণের অভাব, পর্যাপ্ত সংরক্ষণ সুবিধা স্বল্পতা, ব্যবসা তথ্য ও বিপণন প্রবেশাধিকারের সীমিত সুযোগ, পরিচালন ব্যয়, ব্যবসাবান্ধব শুল্ক সুবিধার অভাব ইত্যাদি। কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই এ প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে দীর্ঘমেয়াদী একটি কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

দেশের কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় এ খাতের টেকসই বিকাশে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে 'কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৩' প্রণয়ন করা হলো।

অধ্যায়-২
রূপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ্য (মিশন), লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

২.০ রূপকল্প (ভিশন)

কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়নে বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে পরিণত করা।

২.১ অভিলক্ষ্য (মিশন)

কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিকাশ, প্রযুক্তি ব্যবহার, ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ত্বরান্বিতকরণে **আন্তর্জাতিক বাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং উৎপাদন অবকাঠামো নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে** গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

২.২ লক্ষ্য (Goal)

নীতিমালা বাস্তবায়ন সময়কালে (২০২৩-২০২৮) বাংলাদেশকে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের আন্তর্জাতিক মানের উৎপাদন এবং বিতরণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ শিল্পের প্রতিযোগিতা জোরদার করতে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা (Total Factor Productivity) বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিশেষ করে মানবসম্পদ সৃষ্টি ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রসার, উচ্চ মূল্য সংযোজন, অধিক হারে বাজারভিত্তিক পণ্য (Niche Product) উৎপাদন ও রপ্তানি করা এবং উদ্যোক্তাদের আকর্ষণীয় প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করা।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ:

২.২.১ ২০২৮ সালের মধ্যে এই খাতে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করা;

২.২.২ ২০২৮ সালের মধ্যে এই খাতে অতিরিক্ত ১,০০,০০০ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

২.২.৩ কৃষিজ পণ্যের অধিকতর ব্যবহার ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করে ২০২৮ সালের মধ্যে জিডিপিতে কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অবদান ৬% এ উন্নীত করা;

২.২.৪ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি সক্ষমতা বৃদ্ধি সহায়ক প্রকল্প গ্রহণ করা এবং ২০২৮ সালের মধ্যে উক্ত প্রকল্পসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করা;

২.৩ উদ্দেশ্য:

দেশজ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের অনুঘটক হিসাবে কাজ করার লক্ষ্যে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

২.৩.১ পণ্য উৎপাদনের সকল পর্যায়ে (যথাক্রমে-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিবহন ও সংরক্ষণে) অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে অপচয় রোধকরণ;

২.৩.২ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, দেশি-বিদেশি বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি উন্নয়ন;

২.৩.৩ পণ্য ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিতকরণ;

২.৩.৪ পণ্য উপজাতের (বাই প্রোডাক্ট) সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা, শিল্পে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং নিয়মিতভাবে প্রযুক্তিগত মান উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

২.৩.৫ এ খাতের পূর্ণ বিকাশে অবকাঠামোগত, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য সহায়ক প্রাপ্তিতে নীতি সহায়তা প্রদান;

২.৩.৬ সরকারি বেসরকারি সমন্বিত প্রচেষ্টায় কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশে সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় পণ্যভিত্তিক উন্নয়ন করা, কৃষকের সাথে উৎপাদকের সংযোগ স্থাপন ও সমন্বয় সাধন;

২.৩.৭ দেশজ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে সরকারি-বেসরকারি বিশেষ তহবিলের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তন;

২.৩.৮ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা এবং অসুবিধাসমূহ দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

অধ্যায় ৩
পরিধি

৩.০ নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি এই নীতিমালার আওতভুক্ত হবে:

৩.১ ফল-মূল, শাক-সবজিসহ যাবতীয় কৃষি-খাদ্য পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৩.২ আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে শস্যদানা, বাসমতি চাল, সিরিয়াল (cereals) ডাল, মসলা, সামুদ্রিক শৈবাল, মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৩.৩ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৩.৪ কৃষিজ খাদ্য পণ্যের ওয়েস্টেজ ও বাইপ্রোডাক্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৩.৫ ডিম ও ডিমজাত পণ্য, মাছ ও মাংসজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৩.৬ রুটি, তেলবীজ খাবার, নাস্তার খাবার, বিস্কুট, স্ন্যাকস, কোকোসহ কনফেকশনারি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং নারকেল তেল পরিশোধন, যবের মন্ড, প্রোটিনজাত খাদ্য, উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার, তৈরিকরা খাবার, ড্রাইড ফুড (Dried Food) ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাবার;

৩.৭ ফল এবং সবজি থেকে তৈরিকৃত পানীয় (ফলের জুস);

৩.৮ বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্থাপিত টিস্যু কোষ ল্যাবরেটরি, শিল্পমান পূরণের লক্ষ্যে আধুনিক গ্রীনহাউজ, নার্সারি, বীজ উৎপাদন ইউনিট;

৩.৯ ফুলের চাষ, ঔষধি উদ্ভিদ, উদ্ভিদের ফল, কান্ড, মূল প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৩.১০ রেফার ভ্যান, চিল্ড/ফ্রোজেন স্টোর, কোল্ড স্টোরেজ ইউনিট, কোল্ড চেইন টেকনোলজি, কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনা;

৩.১১ হালাল ও অর্গানিক কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ফুড গ্রেডেড প্যাকিং, গ্রেডিং, লেভেলিং, স্ক্যামিং ও বোটলিং ইউনিট;

৩.১২ ধানের তুষ, তেলবীজ ইত্যাদি হতে ভোজ্য তেল উৎপাদন, পিঠা প্রস্তুতকরণ; এবং

৩.১৩ কৃষিজাত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে আন্তর্জাতিক মানসম্মত পরীক্ষাগার।

কার্যকারিতা ও প্রাধান্যঃ

সরকার কর্তৃক কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজতকরণ সংক্রান্ত অন্য কোন নতুন নীতিমালা প্রণয়ন না করা পর্যন্ত এ নীতিমালাটি কার্যকর থাকবে। এ নীতিমালাটির মেয়াদ হবে গেজেট প্রকাশের তারিখ থেকে ৫ বছর। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৮ সালে প্রণীত বাংলাদেশের খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষিজ পণ্যের অবস্থা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশ সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক পথনকশা (রোডম্যাপ) এ নীতিমালার সাথে যুগপৎভাবে বাস্তবায়নযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে। তবে এ নীতিমালায় বর্ণিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সময়ে সংশোধন, পরিমার্জন এবং পরিবর্তন করা যাবে।

অধ্যায় ৪
উৎপাদন ভিত্তি অনুকূলে রাখার কৌশল

এ খাতকে টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব সবুজ কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ১২টি কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে:

৪.১ কাঁচামাল প্রাপ্যতা ও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৪.২ কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান;

৪.৩ খাতভিত্তিক সংযোগ শিল্প, বৈশ্বিক মূল্য সংযোজন (Global Value Chain) এবং সহায়তামূলক পরিষেবা বৃদ্ধি;

৪.৪ বহুমুখী নিরাপদ কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে উদ্ভাবন, গবেষণা, মান উন্নয়ন ও পরীক্ষাগার স্থাপন, সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং জোরদারকরণ;

৪.৫ আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি খাদ্য পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা (competitiveness) বৃদ্ধি;

৪.৬ মানবসম্পদ উন্নয়ন শক্তিশালীকরণ;

৪.৭ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ;

৪.৮ বর্তমান কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটসমূহের আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য সহায়তা করা;

৪.৯ বায়োটেকনোলজি নির্ভর কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের দ্রুত অবকাঠামো উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান;

৪.১০ স্থানীয় উৎপাদনে অগ্রাধিকার;

৪.১১ ব্যবসা উন্নয়ন সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন; এবং

৪.১২ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং ও লেবেলিংসহ সবুজ ব্যাস্থাপনা উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ।

৪.১ কাঁচামাল প্রাপ্যতা ও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

৪.১.১ বর্ণিত নীতিমালা বাস্তবায়নকালে প্রতি বছর খাদ্য পণ্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধির গড় হার ৮.৫ (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) অর্জন নিশ্চিতকরণ;

৪.১.২ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার সমন্বিত চাষাবাদের/কৃষি কাজের উপর উৎসাহ প্রদান করবে যাতে নতুন জমি উন্নয়ন, পুনঃরোপন, জমি একত্রীকরণ, পুনর্বাসন এবং উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায়;

৪.১.৩ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য নিম্ন শুল্কে কাঁচামাল ও প্যাকিং দ্রব্যাদি আমদানিতে উৎসাহ প্রদান, যাতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায়;

৪.১.৪ প্রতি অর্থবছরে উৎপাদনকারীদের অর্থনীতিতে অবদান পর্যালোচনাপূর্বক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কাঁচামাল ও প্যাকিং উপকরণের উপর প্রদেয় বর্তমান উচ্চ আমদানি শুল্ক এবং কিছু কিছু পণ্যের উপর প্রদেয় রেগুলেটরি এবং সম্পূরক শুল্ক হ্রাস করা, বর্ণিত শুল্কহার হ্রাসে ভোক্তাদের উপকারের জন্য তৈরিকৃত পণ্যের মূল্য যৌক্তিক হারে রাখা এবং রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানে নজর দেওয়া হবে;

৪.১.৫ ব্যক্তি মালিকানা খাত সম্প্রসারণে এখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৪.২ **কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান**

কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ হাই ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদনে, রেডি-টু-কুক, রেডি-টু-ইট খাদ্য পণ্য উৎপাদনে এবং এ শিল্পের বাই- প্রোডাক্ট প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বহুমুখী ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন এবং প্রবৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান;

৪.২.১ এ শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ এবং সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৪.২.১.১ বিদ্যমান শিল্প কারখানা অথবা ইউনিটসমূহকে হাই ভ্যালু অ্যাডেড কৃষিজ খাদ্য উৎপাদনে সহায়তাকরণে বর্তমানে প্রদত্ত প্রণোদনা এবং সুবিধাসমূহ পুনঃনিরীক্ষণ;

৪.২.১.২ আঞ্চলিক উৎপাদন এবং সরবরাহ সুবিধা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান; এ শিল্প সংশ্লিষ্ট সহায়তামূলক সেবার অধিকতর উন্নয়ন এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে উৎসাহ প্রদান;

৪.২.১.৩ কেমিক্যাল পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারের সুবিধা, মাইক্রোবায়োলজি ও যৌগ পরীক্ষা, পুষ্টিমাত্রা এবং শনাক্তকরণ পরীক্ষা;

৪.২.১.৪ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অডিট পরিষেবা সম্প্রসারণ; Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে পারে;

৪.২.১.৫ দক্ষ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে কোল্ড চেইন সুবিধা, ওয়্যারহাউজ, প্যাকেজিং এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামালের ছোট ছোট লটে বিভক্তকরণ সুবিধাসহ কার্যকর সমন্বিত অবকাঠামো সৃষ্টি।

৪.৩ খাতভিত্তিক সংযোগ শিল্প, বৈশ্বিক মূল্য সংযোজন (Global Value Chain) এবং সহায়তামূলক পরিষেবা বৃদ্ধি

৪.৩.১ সঠিক মানের কাঁচামাল সরবরাহ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের যথাযথ বাজার সৃষ্টির জন্য সরকার সংযোগ শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। খাদ্য-নির্ভর শিল্পের সাথে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের সংযোগ স্থাপন এবং পাশাপাশি সহায়তামূলক সেবা শক্তিশালীকরণ;

৪.৩.২ খাদ্য-নির্ভর শিল্পের সাথে যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশের স্থানীয় উৎপাদনকারীদের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করা, যাতে তৈরি যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশসমূহ খাদ্য-নির্ভর শিল্পের জন্য কাস্টমাইজড করা যায়;

৪.৩.৩ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে ভোক্তাদের পছন্দ এবং সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ উৎপাদনকারীর সাথে প্যাকেজিং শিল্পের উৎপাদনকারীর সহযোগিতা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

৪.৪ বহুমুখী নিরাপদ কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে উদ্ভাবন, গবেষণা, মান উন্নয়ন ও পরীক্ষাগার স্থাপন, সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং জোরদারকরণ

গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং মান উন্নয়ন ও বহুমুখী নিরাপদ কৃষিজ খাদ্য পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং এর উপর গুরুত্ব প্রদানে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা বা উৎপাদনকারীদের নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদনে উৎসাহ প্রদান করা হবে :

৪.৪.১ ভোক্তাদের পরিবর্তনশীল রুচি এবং পছন্দের দিকে নজর রেখে কৃষি খাদ্য পণ্যের মান উন্নয়নে উৎপাদনকারীরা অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যৌথভাবে গবেষণা করবে;

৪.৪.২ নতুন পণ্য তৈরি এবং খাদ্য প্রক্রিয়ায় নতুন প্রযুক্তির উন্নয়নে উদীয়মান প্রযুক্তি যেমন: বায়োটেকনোলজি এবং নেনোটেকনোলজি ইত্যাদি ব্যবহারের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে;

৪.৪.৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রি কাউন্সিল-এর সাথে সমন্বয় রেখে বায়োটেকনোলজি-নির্ভর কৃষি খাদ্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ‘সেন্টার অব Excellence গঠন করা হবে;

৪.৪.৪ নিরাপদ, হাই ভ্যালু অ্যাডেড, রেডি-টু-কুক, রেডি-টু-ইট ও বহুমুখী কৃষিজ খাদ্য পণ্য উৎপাদন ও প্যাকেজিং এর জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে;

৪.৪.৫ খাদ্য সংরক্ষণে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিটের বিস্তৃতি ঘটাতে সহায়তা করা।

৪.৫ আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি খাদ্য পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জানে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা (competitiveness) বৃদ্ধি

৪.৫১ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

৪.৫.১.১ পণ্য মূল্য ও মান উন্নয়ন এবং কম সময়ে বাজার চাহিদা নিরূপণে পণ্য এবং প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়;

৪.৫.১.২. খাদ্য সংরক্ষণ এবং মোড়কীকরণ প্রযুক্তি: যে সকল খাদ্য ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় এবং যেসব খাদ্য পণ্যে প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয় না সে সকল খাদ্যের নিরাপদতা এবং স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ব্যবস্থা অনুশীলন করতে হবে;

৪.৫.১.৩ খাদ্য উপাদানের জন্য জৈব-সক্রিয় বস্তু আহরণ করতে বায়োটেকনোলজির প্রয়োগসহ নিষ্কাশন এবং বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তির ব্যবহার। এর প্রক্রিয়াগুলো যেমন: তাপ, গাঁজন, যান্ত্রিক সংকোচন এবং নিমজ্জনের উন্নয়ন ঘটাতে হবে;

৪.৫.১.৪ কার্যকর খাদ্য এবং খাদ্য উপকরণের প্রক্রিয়াজাতকরণে কার্যকারিতা বিশ্লেষণ এবং মান নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ;

৪.৫.১.৫ সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকাসহ মোট ব্যয়ের ৫০% সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নামকরা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উপর গবেষণার জন্য সরকার সহায়তা প্রদান করবে।

৪.৫.২ উদ্ভাবন, মান সার্টিফিকেট/ পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন

৪.৫.২.১ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের জন্য ট্রেডমার্কস, পেটেন্ট এবং ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন করতে উৎসাহ প্রদান করা হবে এবং সকল আইনগত সহায়তা ও সুরক্ষার জন্য ডিপিডিটিতে একটি পৃথক ইউনিট স্থাপন করা হবে;

৪.৫.২.২ সরকার কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে এবং জেলা প্রশাসন ভালো উৎপাদন এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন, আইনগত প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য জানাবে।

৪.৫.৩ কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়নে পদক্ষেপ

ক) পণ্যের মান উন্নয়ন

কৃষি-শিল্পকে আন্তর্জাতিকভাবে উন্নীতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেমন: Good Agriculture Practices (GAP), Food Safety Management System (ISO 22000), Sustainable Forest Management System (SFM, ISO 14061) অথবা সমমানের অন্যান্য আন্তর্জাতিকমান অনুসরণ করতে হবে।

খ) পরীক্ষাগার উন্নয়ন

১. দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটে অ্যান্টি-বায়োটিক পরীক্ষা সুবিধাসহ সাধারণ পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (BAB) কর্তৃক অনুমোদিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষাগার স্থাপনে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ধরণের পরীক্ষাগার স্থাপনে/উন্নীতকরণে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ প্রকল্প ব্যয়ের অনধিক ৫০% বা সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুদান দিতে পারবে;

২. বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান তার কোনো নির্দিষ্ট ইউনিটের জন্য পরীক্ষাগার স্থাপন/উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের ৫০% পর্যন্ত অনুদান হিসেবে প্রদান করতে পারবে;

৩. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর কোর্স চালু করেছে এমন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ (প্রচ্ছন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ) BAB কর্তৃক অনুমোদিত অ্যান্টি-বায়োটিক, কন্টামিনেন্টস ও অ্যাডাল্টেরেটস পরীক্ষা সুবিধাসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষাগার স্থাপনে/ উন্নীতকরণের জন্য প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮০% অনুদান হিসেবে সহায়তা দিতে পারবে;

৪. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরীক্ষাগার এবং ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’ স্থাপনে সরকার সহায়তা প্রদান করবে। এ ধরনের পরীক্ষাগার শুধু অ্যাকাডেমিক কিংবা গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হবে না, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্যও ব্যবহার করা হবে;

৫. শিল্প কারখানার ভেতরে কিংবা বাইরে পরীক্ষাগার স্থাপনে সরকার সহজ শর্তে ঋণ দিতে পদক্ষেপ নেবে।

৪.৫.৪ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি

(ক) নিরাপদ এবং গুনগত উৎকর্ষ/মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহের উৎস হিসেবে বাংলাদেশ Granding এর পদক্ষেপ গ্রহণ :

১. নিরাপদ এবং গুণগত উৎকর্ষ সম্পন্ন খাদ্যের উৎপাদন, প্রস্তুতি, পরিচালনা এবং গুদামজাতকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গুণগত সনদকে বিশেষ মানসম্পন্ন হিসেবে বিশ্ব বাজারে তুলে ধরা;

২. খামার থেকে প্লেট পর্যন্ত সামগ্রিক সাপ্লাই চেইনে (supply chain) হালাল খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা;

৩. খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্যের গুণগত উৎকর্ষতা অনুসরণে সহায়তা করতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা;

(খ) দেশীয় কৃষি-খাদ্যের প্রতিযোগিতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ গ্রহণ:

১. বাংলাদেশি কৃষিজ প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য বিদেশে প্রচারণা/জনপ্রিয় করতে বিদেশস্থ বাংলাদেশি হাই কমিশন/দূতাবাস, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে সাথে নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ;

২. কৃষি নির্ভর খাদ্য পণ্য জনপ্রিয় করতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর ভূমিকা বৃদ্ধিকরণ;

৩. কৃষি-খাদ্য পণ্যের যেসব দেশে উচ্চ বাজার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে প্রচারণা বাড়ানো;

৪. যে সকল বিদেশি কোম্পানির শক্তিশালী মার্কেটিং নেটওয়ার্ক রয়েছে সে সকল কোম্পানীর সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব তৈরিতে/গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রদান;

৫. দেশীয় পণ্যের উন্নয়ন এবং বিদেশে পরিচিতি বৃদ্ধিকল্পে ব্র্যান্ডিং এর উপর উৎসাহ প্রদান। Merger & Acquisition এর মাধ্যমে বিদেশের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ব্র্যান্ড প্রসারে স্থানীয় কোম্পানিগুলোকে উৎসাহ প্রদান;

৬. আইসিটি সুবিধা ব্যবহার করে বাজারে তথ্য প্রবেশের বিকাশ ঘটানো, পাশাপাশি ই-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য পণ্যের ব্যবসা প্রসারে উৎসাহ প্রদান;

৭. কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পের ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান, যেখানে সমন্বিত পরিষেবা এবং সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে দক্ষতার বিকাশ ঘটবে এবং পণ্যের মূল্যহ্রাস পাবে;

৮. স্থানীয় খাদ্য উৎপাদনকারীদের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য স্থিত রাখতে সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;

৯. আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি আহরণ, উদ্ভাবনীমূলক মোড়কীকরণ এবং ব্র্যান্ডিং সুবিধা নিশ্চিত করতে বর্তমান সহায়তামূলক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালীকরণ;

১০. দ্রুত বিকাশমান সম্ভাবনাময় বিস্কুট এবং কনফেকশনারী পণ্যের রপ্তানি বাজার আরো প্রসারে বিদ্যমান সহায়তাকে শক্তিশালীকরণ।

৪.৬ মানবসম্পদ উন্নয়ন শক্তিশালীকরণ

৪.৬.১ সরকার দেশের সকল প্রকৌশল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে বিশেষায়িত কোর্স হিসেবে ‘খাদ্য প্রকৌশল ব্যবস্থাপনা’ কোর্স প্রবর্তন করবে;

৪.৬.২ শিল্প, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নত দেশের ইনস্টিটিউশন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় বিশ্বমানের ‘খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যেখানে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে বিশেষায়িত কোর্সসমূহ পরিচালনা করা হবে; যা সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিশেষায়িত দক্ষতা, কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি তৈরি, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ইত্যাদি প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করবে;

৪.৬.৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (NSDA) অধীনে গঠিত এগ্রো-ফুড ISC (AFISC) এর ভোকেশনাল ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ করে নিজস্ব বা যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গুণগতমানের নিশ্চয়তা প্রদান, তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রসারে AFISC কে প্রয়োজনীয় ফান্ড প্রদান করা হবে;

৪.৬.৪ খাদ্য মোড়কীকরণ, প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষা, বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স, ডিপ্লোমা বা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স চালু করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৪.৬.৫ দেশে পণ্য-নির্ভর ক্লাস্টার উন্নয়নের জন্য সরকার বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর আধুনিকায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অধিকন্তু, দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনশক্তির প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন কিংবা বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর আধুনিকায়নে সরকার স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করবে;

৪.৬.৬ নতুন প্রযুক্তি যথা পণ্য এবং প্রক্রিয়া নকশার সমন্বয়, খাদ্য সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, এক্সট্রাকশন, পণ্য উন্নয়নজনিত প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে শিল্প খাতের সাথে দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলোর সহযোগিতা তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৪.৬.৭ GMP, GHP, SPS Agreement, EU Guidelines/Regulation, Codex Alimentarius Standards, ISO Standards'এবং HACCP বিষয়ে জ্ঞান আহরণে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

৪.৭ **প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ**

এ শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.৭.১ খাদ্য নিরাপদতা ও পণ্যের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিএসটিআই, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ সকল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ভূমিকা শক্তিশালী করা হবে;

৪.৭.২ বিএসটিআই এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রদেয় সনদ প্রদান ফি যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা হবে;

৪.৭.৩ সংশ্লিষ্ট শিল্পখাতে খাদ্যের নিরাপদতা বা মান সংক্রান্ত সনদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি পর্যায়ে খাদ্য পরীক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে;

৪.৭.৪ কৃষিজ খাদ্য পণ্যের মূল্য সংযোজনজনিত গবেষণা সম্প্রসারণে BCSIR-এর ভূমিকা বাড়ানো হবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে;

৪.৭.৫ এ শিল্পের স্থিতিশীল উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রোডম্যাপ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করবে;

৪.৭.৬ খাদ্যের নিরাপদতা এবং খাদ্য পণ্যের গুণগত মান সংক্রান্ত শিক্ষামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণে সরকার, শিল্প এবং ভোক্তা অ্যাসোসিয়েশনসমূহ একত্রে কাজ করবে;

৪.৭.৭ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সম্পর্কিত একটি অন-লাইন পোর্টাল প্রতিষ্ঠা করা হবে যাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তামূলক কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ থাকবে যার মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ কার্যক্রমের প্রসার ঘটবে।

৪.৮ বর্তমান কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটসমূহের আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য সহায়তা করা

৪.৮.১ (ক) বিশেষ করে HACCP এবং হালাল সনদের জন্য খাদ্য উৎপাদনকারীরা তাদের প্ল্যান্ট সংস্কার এবং পুনঃনকশা করবে;

(খ) সরকারি খাতে গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলোর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটানো হবে যাতে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাণিজ্যিকীকরণ কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা যাচাই করা যায়;

(গ) বিদেশে বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বাজার উন্নয়নের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন/দূতাবাসগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করবে;

(ঘ) কৃষি ও খাদ্য পণ্য (Agro-food Product) উৎপাদন সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনসমূহ সরকার এবং কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারীদের/উৎপাদনকারীদের বাজার সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ করবে।

৪.৮.২ আর্থিক প্রণোদনা

এ নীতিমালার আওতায় নিম্নবর্ণিত প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে:

৪.৮.২.১ প্রকল্প ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট অর্থ (ন্যূনতম ২৫%) ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে;

৪.৮.২.২ মূলধন সহায়তা

(ক) নতুন খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার প্রকল্প ব্যয়ের (যেমনঃ প্ল্যান্ট স্থাপন, যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং সিভিল কাজ) ৫০% বা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত স্বল্প সুদে মূলধন সহায়তা দেবে;

(খ) বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিটের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণে সরকার প্রকল্প ব্যয়ের ২৫% বা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত স্বল্প সুদে মূলধন সহায়তা দেবে;

(গ) প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র (PPC) এবং প্রাথমিক সরবরাহ কেন্দ্র (PCC) স্থাপনের জন্য স্বল্প সুদে সরকার ৫০% বা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত মূলধন সহায়তা দেবে;

(ঘ) কৃষি/হর্টিকালচার/দুগ্ধজাত/মাংস জাতীয় পণ্যের কোল্ড চেইন স্থাপনের জন্য স্বল্প সুদে সরকার ৩৫% বা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত মূলধন সহায়তা দেবে;

(ঙ) এই নীতিমালার আওতায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিট তখনই সরকারের কাছ থেকে মূলধন সহায়তা পাবে যখন সরকারের অন্য কোনো প্রকল্পের অধীনে এ ধরনের সহায়তা না পেয়ে থাকে। মূলধন সহায়তার অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র পাওয়ার তারিখ থেকে এসএমই শিল্প ইউনিটকে ১২ (বার) মাসের মধ্যে এবং বৃহৎ শিল্প ইউনিটকে ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে হবে।

৪.৮.২.৩ সুদ সহায়তা

(ক) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিট এবং কোল্ড চেইন অবকাঠামো তৈরির জন্য স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগের শর্তে ঋণ গ্রহণে সরকার ৫% বা সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত সুদ সহায়তা দেবে। শিল্প কারখানা চালু হওয়ার ৭ (সাত) বছর পর্যন্ত এ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে;

(খ) প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র (PPCs) এবং প্রাথমিক সরবরাহ কেন্দ্র (PCCs) এর ক্ষেত্রে স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ শর্তে ঋণ গ্রহণে সরকার ৫% বা সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কোটি টাকা পর্যন্ত সুদ সহায়তা দেবে। শিল্প কারখানা চালু হওয়ার ৭ (সাত) বছর পর্যন্ত এ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে।

৪.৮.২.৪ ট্যাক্স ও ভ্যাট প্রণোদনা

৪.৮.২.৪.১ মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ করা হবে;

৪.৮.২.৪.২ সরকার বিদ্যমান প্রকল্পের লভ্যাংশের উপর ৩(তিন) বছর পর্যন্ত কর্পোরেট আয়কর মওকুফ করবে। লভ্যাংশ আহরণের তারিখ থেকে অগ্রগতি সনদ (promotion certificate) ইস্যু করার পর কর্পোরেট আয়কর মওকুফের সময় শুরু হবে।

৪.৮.২.৪.৩ উপর্যুক্ত সুবিধাদি ছাড়াও এ শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রসারে নিম্নোক্ত প্রণোদনাসমূহ প্রদান করা হবে:

(ক) মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ থেকে ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত ১০০% ভ্যাট প্রর্ত্যপণ করা হবে;

(খ) মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ থেকে ৭(সাত) বছর পর্যন্ত ৭৫% ভ্যাট প্রর্ত্যপণ করা হবে অথবা স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগের ১০০% সমন্বয় করা হবে, এর মধ্যে যা কম হয়;

(গ) বড় শিল্পের জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ থেকে ৭(সাত) বছর পর্যন্ত ৫০% ভ্যাট প্রর্ত্যপণ করা হবে অথবা স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগের ১০০% সমন্বয় করা হবে, এর মধ্যে যা আগে হয়।

৪.৮.২.৪.৪ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (BSCIC)-এর শিল্প পার্ক এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের আওতায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ)-এ ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বাইরে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত শুল্ক প্রণোদনা:

প্রণোদনার ধরন	নির্দিষ্ট খাদ্য পণ্যসমূহ	প্রস্তাবিত প্রণোদনা
এক্সাইজ ডিউটি	দুগ্ধ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্য, সবজি, বাদাম ও ফলমূল এবং বিস্কুট	সর্বনিম্ন শুল্ক হার
	প্রক্রিয়াজাত ফল-মূল এবং সবজি, সয়াবিন, মিল্ক, পানীয়, প্রাণী থেকে উৎসারিত সুগন্ধিযুক্ত দুগ্ধ	ভ্যাট ছাড়া মেরিট হারের ২% অথবা ভ্যাটসহ ৬%

প্রণোদনার ধরন	নির্দিষ্ট খাদ্য পণ্যসমূহ	প্রস্তাবিত প্রণোদনা
	রেফ্রিজারেশনের যন্ত্রপাতি, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য যন্ত্রাংশসহ সকল মূলধনী যন্ত্রপাতি; কৃষিজাত, দুগ্ধজাত, মৌমাছি, উদ্যান সংক্রান্ত, হাঁস-মুরগি, মাছ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, পরিবহন এবং বিস্কুট বা এ জাতীয় খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে শীতল সংরক্ষণাগার/ গুদাম, রেফার ভ্যান সংযোজন শিল্প	সর্বনিম্ন শুল্ক হার
	দুগ্ধখাতে পশুচারণ, শুল্ক ও বাষ্পীভূত করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	সর্বনিম্ন শুল্ক হার
পরিষেবা শুল্ক	মাংস, হাঁস-মুরগি, ডিম, মৎস্য, মধু, সামদ্রিক শৈবাল, তৈল বীজ, ডাল, ফল-মূল, বাদাম অথবা সবজি প্রস্তুত/প্রক্রিয়াজাতকরণে যন্ত্রপাতি এবং মদ, ফলের জুস কিংবা এ ধরনের পানীয় তৈরি ও প্যাকিং করতে যন্ত্রপাতি কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে শস্য কাটার পর গুদামে সংরক্ষণের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ অথবা মূল সিভিল কাজ স্থাপন; কোল্ড স্টোরেজসহ যান্ত্রিকীকৃত শস্য দানা হ্যান্ডলিং/পরিচালনা ব্যবস্থা, মদ জাতীয় পানীয় বাদে কৃষি পণ্যকে খাদ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণে যন্ত্রপাতি; কৃষিজাত পণ্য বোঝাই করা, নামানো, মোড়কীকরণ, সংরক্ষণ, ওয়্যার হাউজে রাখা-এসব কাজে পরিষেবা দান	৫% থেকে হ্রাস করে শূন্য করা
ইনকাম ট্যাক্স	কৃষিজাত পণ্য এবং খাদ্য সামগ্রী যেমন: চাল, ডাল, আটা, চিনি, লবণ, ভোজ্য তেল, আখের বা খেজুরের রসের গুড়, কফি, দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাতীয় পণ্য (মদ জাতীয় পানীয় ব্যতীত) এ সকল পণ্য পরিবহনে ট্রান্সপোর্ট অ্যাজেন্সির পরিষেবা-প্রি-কন্ডিশনিং, প্রি-কুলিং, রাইপেনিং (পাকানো), ওয়েক্সিং (মোম মাখানো) ইত্যাদি	শূন্য শুল্ক

<table>
<tr><th>প্রণোদনার ধরন</th><th>নির্দিষ্ট খাদ্য পণ্যসমূহ</th><th>প্রস্তাবিত প্রণোদনা</th></tr>
<tr><td rowspan="3">কৃষি-প্রক্রিয়াজতকরণ পার্ক</td><td>কোল্ড চেইন (cold chain)-সুবিধা প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা</td><td>ব্যয়ের ১০০% ছাড় (যদি পূর্ববর্তী বছরে কেউ বিনিয়োগ করে থাকে এবং কাজ শুরু করার পূর্বে হয় তবে উক্ত ছাড় প্রযোজ্য হবে।)</td></tr>
<tr><td>কৃষিজাত পণ্য, মৌমাছি থেকে আহরিত মধু ও মোম সংরক্ষণের জন্য ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা</td><td rowspan="2">শিল্প ইউনিট চালু করার প্রথম ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ১০০% শুল্ক ছাড় এবং পরবর্তীকালে লভ্যাংশের ২৫% হারে শুল্ক ছাড় দেওয়া হবে; যে সকল প্রকল্প সহজ শর্তে ঋণ নিয়েছে এবং যার প্রকল্প ব্যয় সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা তাদের ক্ষেত্রে ৩০% শুল্ক ছাড়</td></tr>
<tr><td>চিনি, ফল, সবজি, মাংস ও মাংস জাতীয় পণ্য, দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য, হাঁস-মুরগি ও সামুদ্রিক পণ্য, বিস্কুট, প্যাকেজিং সংরক্ষণের/গুদামজাতকরণের জন্য ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা</td></tr>
</table>

৪.৮.২.৫ বাজারজাতকরণ সহায়তা

৪.৮.২.৫.১ সরকার প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১০ (দশ)টি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (MSME) কে আন্তর্জাতিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কিত বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত ব্যয়ের ৫০% Subsidy/সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে;

৪.৮.২.৫.২ ব্যবসা বৃদ্ধির স্বার্থে জাতীয়/আন্তর্জাতিক মেলা এবং কনফারেন্সে স্টল নির্মাণের জন্য সরকার সর্বোচ্চ ১০ টি MSME কে অংশগ্রহণজনিত Subsidy/সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে;

৪.৮.২.৬ পরিবহন

সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিটের জন্য রেফার ভ্যান শিল্প স্থাপনে সর্বনিম্ন শুল্কায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

৪.৮.২.৭ রপ্তানি প্রণোদনা

৪.৮.২.৭.১ বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিটকে পচনশীল পণ্য রপ্তানির জন্য সর্বোচ্চ হারে নগদ প্রণোদনা সরবরাহ করবে যার সর্বোচ্চ সীমা প্রতি বছর প্রতি শিল্প ইউনিটের জন্য ৫০(পঞ্চাশ) লাখ টাকা।

৪.৮.২.৭.২ জ্বালানি সংরক্ষণ ও বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে প্রচার এবং পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.৮.২.৭.৩ জ্বালানি রক্ষায় শিল্প ইউনিটের যন্ত্রপাতি পরিবর্তন কিংবা উন্নীতকরণ, শিল্প বর্জ্য থেকে বিকল্প জ্বালানি উৎপাদন/প্রবর্তন ও প্রকল্পে 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose & Recycle) অনুসরণ কিংবা পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাসে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেবে।

৪.৮.৩ **কারখানা স্থাপনজনিত প্রণোদনা**

৪.৮.৩.১ সরকার মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ করবে;

৪.৮.৩.২ জ্বালানি রক্ষায় শিল্প ইউনিটের যন্ত্রপাতি পরিবর্তন কিংবা উন্নীতকরণ, শিল্প বর্জ্য থেকে বিকল্প জ্বালানি উৎপাদন/প্রবর্তন ও 5R প্রকল্পে সরকার বিদ্যমান প্রকল্পের রাজস্বের/লভ্যাংশের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্পোরেট আয়কর মওকুফ করবে।

৪.৮.৩.৩ লভ্যাংশ/রাজস্ব আহরণের তারিখ থেকে অগ্রগতি সনদ (promotion certificate) ইস্যু করার পর কর্পোরেট আয়কর মওকুফের সময় শুরু হবে।

৪.৮.৩.৪ প্রযুক্তিগত ও যন্ত্রপাতির উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.৮.৩.৫ যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও উন্নীতকরণের জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে নমনীয় ঋণ সরবরাহ, যেমন: উৎপাদন দক্ষতা বাড়াতে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণপূর্বক উৎপাদন লাইন উন্নীতকরণ করে অটোমেশন করা।

৪.৮.৩.৬ সরকার মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ করবে।

৪.৮.৩.৭ প্রযুক্তিগত ও যন্ত্রপাতির উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার গৃহীত প্রকল্পের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কর্পোরেট আয়কর মওকুফ করবে।

৪.৮.৩.৮ অটোমেশনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর্পোরেট আয়কর অব্যাহতি (জমির মূল্য এবং কার্যকরী মূলধন ব্যতীত) বৃদ্ধি করে ১০০% উন্নীত করা হবে যদি দেশজ সংযোজন মূল্য মোট অটোমেশন সংযোগ মূল্যের কমপক্ষে ৩০%-এ পৌঁছায়।

৪.৮.৩.৯ লভ্যাংশ/রাজস্ব আহরণের তারিখ থেকে অগ্রগতি সনদ (promotion certificate) ইস্যু করার পর কর্পোরেট আয়কর মওকুফের সময় শুরু হবে।

৪.৮.৪ গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উচ্চতর প্রকৌশল নকশা ব্যবহার।

৪.৮.৪.১ নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উচ্চতর প্রকৌশল নকশায় প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হবে। গবেষণা ও উন্নয়ন কিংবা উচ্চতর প্রকৌশল নকশা ভিত্তিক এসএমই'র ক্ষেত্রে বিশেষ বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৪.৮.৪.২ সরকার গবেষণা ও উন্নয়নজনিত প্রকল্পে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কর্পোরেট আয়কর মওকুফ করবে।

৪.৮.৪.৩ লভ্যাংশ/রাজস্ব আহরণের তারিখ থেকে অগ্রগতি সনদ (promotion certificate) ইস্যু করার পর কর্পোরেট আয়কর মওকুফের সময় শুরু হবে।

৪.৯ বায়োটেকনোলজি নির্ভর কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের দ্রুত অবকাঠামো উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান

৪.৯.১ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ/বিস্তারিত অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যাতে ৫(পাঁচ) বছরের মধ্যে সমুদ্র বন্দর, বাজার এবং বিমান বন্দরের কাছাকাছি ‘কৃষি-খাদ্য প্রযুক্তি পার্ক/কৃষি রপ্তানি অঞ্চল’ প্রতিষ্ঠা করা যায়। কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য সরকার ‘কৃষি-খাদ্য প্রযুক্তি পার্ক অথবা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল’ প্রতিষ্ঠা করবে যাতে এ খাতের দ্রুত শিল্পায়ন ঘটে।

৪.৯.২ সরকার কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নের জন্য দেশের ভৌগলিক/অঞ্চল ভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের সামর্থ্য যাচাই করে পণ্য-নির্ভর ক্লাস্টার উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করবে যাতে মানব-সম্পদ ও শ্রমশক্তির উন্নয়ন, লজিস্টিক, অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহজতর হয়। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

(ক) সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, যেমন: কৃষি, উদ্যান বিষয়ক, পশুপালন, সেচ, শিল্প এবং বাণিজ্য ‘Nodal Agency’ /মূল সংস্থার সাথে সমন্বয় করবে যাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় Supply Chain ক্লাস্টার উন্নয়ন করা;

(খ) স্থানীয় পণ্যভিত্তিক ক্লাস্টার গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগ্রো ফুড পার্ক স্থাপনে অগ্রাধিকার দেয়া;

(গ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-এর মাধ্যমে চিহ্নিত ক্লাস্টারসমূহে উৎপাদনশীল কৃষক সংস্থা গঠনে সহায়তা করা;

(ঘ) কৃষি বর্জ্য উপাদানের ভিত্তিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনে প্রকল্প ব্যয়ের ৫০% পর্যন্ত অথবা সর্বোচ্চ দুই কোটি টাকা পর্যন্ত গ্রান্ট সুবিধা প্রদান করা; এ সুবিধা ভার্মিন কম্পোস্ট (vermin compost) বা অনুরূপ কার্যক্রমের জন্যও প্রযোজ্যকরণ;

(ঙ) ক্লাস্টারসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ ঘনত্ব, অতি উচ্চ ঘনত্ব টিস্যু কালচার রোপণ, মাইক্রো সেচ পদ্ধতি এবং অন্যান্য আধুনিক কৃষি চাষ পদ্ধতিকে উৎসাহ প্রদান; টমেটো, পেঁয়াজ, চীনা বাদাম ইত্যাদি বৈচিত্রময় প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাকে উৎসাহিত করা;

(চ) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের ব্যবহারের জন্য নতুন জাতের ফসল প্রবর্তনে কৃষকদের উৎসাহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ছ) ডেডিকেটেড ফিডারের মাধ্যমে কৃষি খাদ্য টেকনোলজি পার্ক ও কৃষি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থাকরণ।

৪.৯.৩ সরকারি-বেসরকারি এগ্রো ফুড পার্ক বা এগ্রো ফুড ইকোনমিক জোনে পার্ক/জোন ডেভেলপারের কেন্দ্রিয় অফিস, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, পানি সরবরাহের সুবিধা, টেস্টিং ল্যাবরেটরি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা, পয়ঃ নিষ্কাশন সুবিধা, প্রদর্শনী প্লট, ড্রাই ওয়্যারহাউজ বা কাঁচামাল সংরক্ষণে সাইলো সুবিধা এবং কোল্ড স্টোরেজ ইত্যাদি অবকাঠামোগত বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যমান থাকবে। এছাড়া সরকার নিম্নোক্ত সুবিধাদিও প্রদান করবে:

(ক) সমন্বিত এগ্রো ফুড পার্কসমূহে সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার (নির্দিষ্ট ক্লাস্টারের উপর ভিত্তি করে), মাল্টি চেম্বার কোল্ড স্টোরেজ, প্যাক হাউজ, রিফার ভ্যান ইত্যাদি সুবিধা;

(খ) এগ্রো ফুড পার্কে স্থাপিত কারখানাসমূহ ও এ নীতিমালার আওতায় বর্ণিত যাবতীয় সুবিধা;

(গ) সরকার এগ্রো ফুড পার্কে স্থাপিত কারখানা স্থাপনকালীন সময়ে দুই বছরের জন্য সর্বোচ্চ দুই কোটি টাকা পর্যন্ত VAT Reimbursement সুবিধা;

(ঘ) সকল কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প পার্কে টেকসই সবুজ শিল্পায়ন উৎসাহিতকরণে ফেরতযোগ্য ভ্যাট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা।

৪.১০ স্থানীয় উৎপাদনে অগ্রাধিকার

৪.১০.১ দেশের ক্রমবর্ধমান কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নয়নকল্পে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বা যৌথ উদ্যোগকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবে; কিন্তু কোনোভাবেই এ খাতে তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক উৎপাদন (Third Party Manufacturing) কে অনুমোদন করা হবে না।

৪.১০.২ স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষাকল্পে ফিনিসড প্রোডাক্ট আমদানির ক্ষেত্রে উচ্চ হারে ট্যারিফ আরোপ করা হবে ও স্থানীয় উৎপাদনকারীগণকে নির্দিষ্ট কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে প্রদেয় VAT সমন্বয়ের সুযোগ প্রদান করা হবে।

৪.১০.৩ বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিটসমূহের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এগুলোর আধুনিকীকরণ ও সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যাতে উৎপাদন ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃত অপচয় কমিয়ে কৃষকের আয় বাড়ে।

৪.১১ ব্যবসা উন্নয়ন সহায়তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন

বিদ্যমান বা নতুন কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহের কমপ্ল্যায়ান্স (compliance) ব্যবস্থাপনা সহজীকরণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

৪.১১.১ শ্রমজনিত ছাড়: বিদ্যমান বিধি-বিধানাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে, সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প কারখানাসমূহ (প্রয়োজনে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করে হলেও) তিন শিফট চালু রাখার অনুমতি প্রদান করবে। কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে শ্রম আইন ২০০৬ এর ২(১২) ধারা অনুযায়ী 'পাবলিক সার্ভিস ইউটিলিটি' শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হবে যাতে দুর্যোগকালীন সময়ে এ শিল্পের পরিবহণ ও সরবরাহ সেবা অটুট থাকতে পারে।

৪.১১.২ দেশব্যাপি কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প কারখানাসমূহের বাণিজ্যিক কার্যক্রমসহ সার্বিক কার্যক্রম সাবলিলভাবে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সহযোগিতামূলক ব্যবসা উন্নয়ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে—

ক) সরকার এ শিল্পের সেবা ব্যবস্থাপনা সহজীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে যাতে করে এ খাত সংশ্লিষ্ট আইনি সহায়তা, ব্যবস্থাপনা সেবা, কারিগরি সহায়তা, সনদায়ন প্রক্রিয়া, মান সংশ্লিষ্ট সনদ ন্যূনতম সময়ে দ্রুত পাওয়া যায়;

খ) সরকারের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারি প্রতিষ্ঠান এ খাতের সেবার মান উন্নয়নে একটি ডেডিকেটেড সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা চালু করবে যাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহজে পরামর্শ পাওয়া যায়, বাজার ও ব্যবসা প্রসার বিষয়ে প্রায়োগিক ধারণা পাওয়া যায়। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করা হবে:

১। সেবা প্রদান পদ্ধতি ও অনুশীলন সহজীকরণ;

২। জেলা পর্যায়ে One Stop Service সুবিধার প্রসার ঘটিয়ে ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়ন;

৩। তথ্য কেন্দ্র ও অনলাইন সেবার মাধ্যমে এ শিল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

৪। কারখানা সচল রাখতে দ্রুত সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে ভ্রাম্যমাণ সেবা সুবিধার প্রচলন করে;

৫। উদ্ভাবনী কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে উৎসাহিত করতে ন্যূনতম সময়ে পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক ও মেধা সম্পদ সংরক্ষণজনিত রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

৪.১১.৩ শিল্পায়ন প্রক্রিয়া তরান্বিতকরণে অনুকূল পরিবেশ তৈরি:

এ শিল্প খাতে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে:

(ক) সম্ভাবনাময় যোগ্য উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিভিন্ন ব্যাংক ও অর্থ লগ্নিকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পর্যাপ্ত তহবিল যোগানে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সার্কুলার জারি করবে;

(খ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় কর্মশালা, সেমিনার, পেশাধারী প্রশিক্ষণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে;

(গ) ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদার করতে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইনকিউবেশন সেন্টার ও মেধা সম্পদ প্রত্যয়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করা হবে।

৪.১২ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং ও লেবেলিংসহ সবুজ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ

৪.১২.১ কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা ও কৃষি অনুশীলনের গুরুত্ব নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে:

৪.১২.১.১ টেকসই খাদ্য উৎপাদন অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, খাদ্য সরবরাহ চেইনে বর্জ্য হ্রাসকরণ, সুষ্ঠুভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ, উৎপাদনে কার্বন তীব্রতা হ্রাসকরণে গুরুত্ব প্রদান;

৪.১২.১.২ টেকসই, পরিবেশবান্ধব, টেকনিক্যাল স্টান্ডার্ড অনুশীলিত গুণগত মানসম্মত, নিরাপদ এবং দূষণহীন সবুজ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান;

৪.১২.১.৩ টেকসই শিল্প উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে খাদ্যের মান ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে সর্বোত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ;

৪.১২.১.৪ জৈব চক্র ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের আর্গানিক কৃষি চাষ পদ্ধতি অনুসরণ এবং পরিবেশগত সম্প্রীতি (Ecological Harmony) নিশ্চায়নের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনাগত অনুশীলনকে উৎসাহিত করা;

৪.১২.১.৫ সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নজনিত সহায়তার মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করে সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা অনুশীলন ও গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণের মধ্যে প্রায়োগিক সংযোগ স্থাপন করা;

৪.১২.১.৬ এ শিল্পে টেস্ট অব দ্য আর্ট প্রযুক্তি ও অবকাঠামো উন্নয়নে পোস্ট-হারভেস্ট প্রযুক্তি ব্যবহার, কোল্ড স্টোরেজ উন্নত ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে ওয়্যারহাউস ফ্যাসিলিটি সুবিধাদি নিশ্চিত করা;

৪.১২.১.৭ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূলনীতি হবে 5R (Refuse, Reduce,Reuse,Repurpose & Recycle)। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত সাধারণ নীতিসমূহ অনুশীলন করা হবেঃ

১। উন্নমানের কাঁচামালের ব্যবহার করা;

২। পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে (বিশেষ করে সংগ্রহ, প্রস্তুতি, কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং) অপচয় হ্রাস করা;

৩। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনারি ব্যবহার করা;

৪। মানের সাথে আপোষ না করে যুক্তিসংগত ব্যবহারের মাধ্যমে পানির অপচয়হ্রাস করা;

৫। পুনঃব্যবহার যোগ্য ও জৈব-পচনশীল প্যাকেজিং উপাদানের ব্যবহার যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করা;

৬। যতটা সম্ভব কাঁচামাল ও প্রসেস বর্জ্য পুনঃব্যবহার করা।

অধ্যায় ৫
বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

৫.০ **প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা**

৫.১ জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকি ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে একটি কৃষিখাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) করা হবে।

৫.২ জাতীয় কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত হবে শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং এর গঠন হবে নিম্নরূপঃ

১.	মাননীয় মন্ত্রী , শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৩.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য

৮.	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৯.	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
১০.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
১১.	সচিব, শিল্প ও শক্তি বিভাগ	সদস্য
১২.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বিভাগ	সদস্য
১৩.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৪.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৫.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA)	সদস্য
১৬.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৭.	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
২০.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১.	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
২২.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
২৩.	রেজিস্টার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	সদস্য
২৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)	সদস্য
২৫.	চেয়ারম্যান, শিল্প উৎপাদন ও প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট	সদস্য
২৬.	চেয়ারম্যান, খাদ্য ও পুষ্টি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২৭.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)	সদস্য
২৮.	পরিচালক, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	সদস্য
২৯.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	সদস্য
৩০.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩১.	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩২.	সভাপতি, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসর অ্যাসোসিয়েশন (BAPA)	সদস্য
৩৩.	সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য

৩৪.	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩৫.	সভাপতি, বাংলাদেশ অটো বিস্কুট এন্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন	সদস্য
৩৬.	সভাপতি, বাংলাদেশ অটো রাইচ মিলস অ্যাসোসিয়েশন	সদস্য
৩৭-৩৮	এগ্রো ফুড প্রসেসিং সেক্টরে ০২ (দুই) জন বিশিষ্ট শিল্পপতি (শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩৯-৪১	এগ্রো ফুড প্রসেসিং সেক্টরে ০৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ (শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪২.	যুগ্মসচিব/উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কাউন্সিল প্রয়োজনানুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫.৩ কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল-এর দায়িত্ব

৫.৩.১ কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন নীতিমালার সাথে এ নীতিমালার সাযুজ্য রক্ষা করে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। কাউন্সিল জাতীয় পর্যায়ে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলোর মধ্যে সার্বিক সমন্বয় সাধন করবে;

৫.৩.২ কাউন্সিল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ নীতিমালার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবে;

৫.৩.৩ কাউন্সিল নির্দিষ্ট সময় অন্তর ‘কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৩’ পর্যালোচনা করবে এবং জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটিকে হালনাগাদকরণে পরামর্শ প্রদান করবে;

৫.৩.৪ কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে চারটি সভা করবে।

৫.৪ নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি

জাতীয় কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ গঠন (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) করা হবেঃ

১.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য

৭.	অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	অতিরিক্ত সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	মহাপরিচালক, বিএসটিআই	সদস্য
১২.	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
১৩.	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
১৪.	নির্বাহী সদস্য (স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৫.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)	সদস্য
১৬.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	সদস্য
১৭.	চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	সদস্য
১৮.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৯.	সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
২০.	সদস্য, বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি	সদস্য
২১.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
২২.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
২৩.	প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	সদস্য
২৪.	সভাপতি, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসর অ্যাসোসিয়েশন (BAPA)	সদস্য
২৫.	সভাপতি, অটো বিস্কুট এন্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন	সদস্য
২৬-২৭	দুইজন বিশিষ্ট কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উদ্যোক্তা (শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৮	উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

১। কমিটি নিয়মিতভাবে নীতিমালা বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন করবে ও নীমিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তাবায়নের কার্যকর কৌশল নির্ধারণ করবে এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

২। কমিটি প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো সংখ্যক সদস্যকে এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

৩। কমিটি সুনির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন হলে যে কোনো বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৫.৫ ওর্য়াকিং কমিটি

এ নীমিমালাটি সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস) এর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হবে।

৫.৬ নীতিমালা প্রচার/প্রসার

১) একটি বিস্তৃত ম্যাপিং কার্যক্রম গ্রহণ করে অন্যান্য সেক্টরের উন্নয়ন নীতিমালার সাথে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণজনিত অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা হবে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়নে জটিলতা রয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আরও সহায়ক ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন তা পর্যালোচনা করে সরকার কার্যকর পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করবে;

(২) এ শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করা হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অবদান নিশ্চিত করা হবে;

(৩) শিল্প মন্ত্রণালয় ও নীতিমালা বহুল প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করবে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের তাৎপর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত থাকবে;

(৪) উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণসহ কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত ও সক্রিয় করার জন্য সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় শিল্প মন্ত্রণালয় একটি বিস্তৃত প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৫.৭ সম্পদ সন্নিবেশকরণ

(১) এ নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে;

(২) সফলভাবে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানের উৎস চিহ্নিত করে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ করা হবে;

(৩) সরকারি তহবিল ব্যতীত অন্যান্য উৎস যথাক্রমে উন্নয়ন অংশীদার দেশসমূহ, দাতা সংস্থা, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ যোগানদাতা এবং বেসরকারি খাতের সংগঠনসমূহ ইত্যাদি থেকেও অর্থ সংকুলান করা যাবে।

৫.৮ ‘কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৩’ এর পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

(১) ‘কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৩’ এ সন্নিবেশিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালন হচ্ছে কি না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে; এবং

(২) এ নীতিমালা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মূল কর্তৃপক্ষ হচ্ছে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন পরিষদ। এ পরিষদ নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকি এবং এর প্রভাব মূল্যায়নের দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

অধ্যায়-৬
উপসংহার

কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প খাত উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। দেশে প্রতিযোগিতামূলক কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন প্রয়োগিক দক্ষতা অর্জন। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৩' স্থানীয়ভাবে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্য উৎপাদন ও এর সরবরাহ চেইন শক্তিশালী করতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। একটি প্রগতিশীল কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে এবং এ শিল্পের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সরকার একটি সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

অধ্যায়-৭
সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্র নং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
৪.১ পর্যাপ্ত কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করা					
১	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম	৪.১.২ উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি	২০২৩-২০২৮	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪.৪ উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ					
২	সেন্টার অব এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠা	৪.৪.৩ বায়োটেকনোলজি নির্ভর কৃষি খাদ্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' প্রতিষ্ঠাকরণ	২০২৩-২০২৫	কৃষি মন্ত্রণালয়	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪.৫ আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি খাদ্য পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা (competitiveness) বৃদ্ধি;					
৩	ডিপিডিটিতে একটি পৃথক সেবা ইউনিট স্থাপন	৪.৫.২.১ কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের ট্রেডমার্কস, পেটেন্ট এবং ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন করা এবং উক্ত পণ্যের সুরক্ষার জন্য ডিপিডিটিতে একটি পৃথক সেবা ইউনিট স্থাপন করা	২০২৩-২০২৪	পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্র নং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
৪	পণ্যের মান উন্নয়নে পদক্ষেপ	৪.৫.৩ (ক) কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ	২০২৩-২০২৭	খাদ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এসএমই ফাউন্ডেশন
৪.৫.৩ (খ) পরীক্ষাগার উন্নয়ন					
৫	স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষাগার স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণ	৪.৫.৩.খ (১) দেশে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অ্যান্টি-বায়োটিক পরীক্ষা সুবিধাসহ সাধারণ পরীক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (BAB) কর্তৃক অনুমোদিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষাগার স্থাপনে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে	২০২৩-২০২৭	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনিস্টিটিউশন ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড
৪.৫.৪ প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও রপ্তানি বৃদ্ধি					
৬	নিরাপদ এবং গুণগত উৎকর্ষ/ মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহের উৎস্য হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে প্রকল্প গ্রহণ	৪.৫.৪ (ক) নিরাপদ এবং গুণগত উৎকর্ষ/ মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহের উৎস্য হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পদক্ষেপ গ্রহণ	২০২৩-২০২৭	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বাপা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৭	ওয়ান-স্টপ সেন্টার প্রতিষ্ঠা	৪.৫.৪ (ক)-৩ খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্যের গুণগত উৎকর্ষ অনুসরণের জন্য সহায়তা করতে ওয়ান স্টপ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা	২০২৩-২০২৫	বাংলাদেশ এগ্রোপ্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (বাপা)	খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্র নং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
৪.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন শক্তিশালীকরণ					
৮	বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন	৪.৬.৫ দেশে পণ্য-নির্ভর ক্লাস্টার উন্নয়নের জন্য সরকার বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে উন্নতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে	২০২৩-২০২৭	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৪.৭ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ					
৯	বিএসটিআই-এর ভূমিকা শক্তিশালী-করণ	৪.৭.১ খাদ্য নিরাপদতা ও পণ্যের গুণগতমানের উন্নয়ন ঘটাতে বিএসটিআই-এর উপদেষ্টামূলক এবং প্রচারমূলক ভূমিকা শক্তিশালী করা হবে	২০২৩-২০২৭	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১০	অনলাইন শিল্প পোর্টাল প্রতিষ্ঠা	৪.৭.৭ কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সম্পর্কিত একটি অন-লাইন পোর্টাল প্রতিষ্ঠা করা হবে যাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তামূলক কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে	২০২৩-২০২৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
৪.৮ বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণ					
১১	গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা	৪.৮.১ (খ) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটাতে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে সহায়তা করা হবে	২০২৩-২০২৮	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এসএমই ফাউন্ডেশন	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

ক্র নং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
৪.৮.২ আর্থিক প্রনোদনা					
১২	কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিট এর আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্প	৪.৮.২.২ (খ) বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিটের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণে সরকার নমনীয় ঋণ আকারে মূলধন সহায়তা দেবে	২০২৩-২০২৮	বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৩	কৃষি/হর্টিকালচার/ দুগ্ধজাত/মাংস জাতীয় পণ্যের কোল্ড চেইন স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ	৪.৮.২.২ (ঘ) কৃষি/ হর্টিকালচার/ দুগ্ধজাত/ মাংস জাতীয় পণ্যের কোল্ড চেইন স্থাপনের জন্য নমনীয় ঋণ আকারে সরকার ৩৫% যা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত মূলধন সহায়তা দেবে	২০২৩-২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৪	প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র (PPC) এবং প্রাথমিক সরবরাহ কেন্দ্র (PCC) স্থাপন	৪.৮.২.২ (গ) প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র (PPC) এবং প্রাথমিক সরবরাহ কেন্দ্র (PCC) স্থাপনের জন্য নমনীয় ঋণ আকারে সরকার ৫০% পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা মূলধন সহায়তা দেবে	২০২৩-২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়
১৫	বাজারজাতকরণ সহায়তা	৪.৮.২.৫.২ ব্যবসা বৃদ্ধির স্বার্থে জাতীয়/ আন্তর্জাতিক মেলা এবং কনফারেন্সে স্টল নির্মাণের জন্য সরকার সর্বোচ্চ ১০টি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (MSME) কে অংশগ্রহণজনিত Subsidy সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে	২০২৩-২০২৭	খাদ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্র নং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
৪.৮.৪ গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উচ্চতর প্রকৌশল নকশা ব্যবহার					
১৬	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প উন্নয়নে গবেষণা ও উন্নয়ন বৃদ্ধিকরণে প্রকল্প গ্রহণ	৪.৮.৪.১ গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। গবেষণা উন্নয়ন কিংবা উচ্চতর প্রকৌশল নকশার উপর/ বিষয়ে এসএমই'র ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে প্রথম তিন বছরে মোট বিক্রির উপর বিনিয়োগ কিংবা ব্যয় ১%-এর কম হবে না	২০২৩-২০২৮	শিল্প মন্ত্রণালয়	বিসিএসআইআর, কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এগ্রোপ্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (বাপা), বাংলাদেশ বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন
৪.৯ অবকাঠামো উন্নয়ন					
১৭	'কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প প্রযুক্তি পার্ক/ রপ্তানি অঞ্চল'	৪.৯.১ 'কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য সরকার কৃষি-খাদ্য প্রযুক্তি পার্ক অথবা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' প্রতিষ্ঠা করবে	২০২৩-২০২৮	বিসিক	শিল্প মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়
১৮	পণ্য-ভিত্তিক ক্লাস্টার উন্নয়ন	৪.৯.২ সরকার কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নের জন্য দেশের ভৌগলিক/অঞ্চলভিত্তিক খাদ্য পণ্য উৎপাদনের সামর্থ্য যাচাই করে পণ্য-নির্ভর ক্লাস্টার গঠন করবে	২০২৩-২০২৭	বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৪.১১ ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো					
১৯	দ্রুত সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা	৪.১১.২ (ক) সরকার এ শিল্পের সেবা ব্যবস্থাপনা সহজীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে	২০২৩-২৮	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্র নং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
৪.১২ পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়ন ব্যবস্থাপনা					
২০	এ শিল্প খাতে সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা অনুশীলন	৪.১২.১.৫ সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নজনিত সহায়তার মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি ও সবুজ শিল্পায়ন ব্যবস্থাপনার অনুশীলন	২০২৩-২৮	খাদ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয় এনএসডিএ
২১	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৪.১২.১.৭ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূলনীতি হবে 5R (Refuse Reduce, Reuse, Repurpose & Recycle) হ্রাস, পুনঃব্যবহার, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সার্কুলার অর্থনীতিতে প্রবেশ।	২০২৩-২৮	পরিবেশ অধিদপ্তর	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd